লাইলীর জন্মভূমি লায়লা আফলাজে

রাকিব মাহবুব

লায়লা আফলাজ। লাইলীর জন্মভূমি। বছর খানেক আগে শুনেছিলাম এরকম একটি স্থানের কথা। মেলাতে পারছিলাম না নিজে নিজেই কি করে সম্ভব, পারস্য উপন্যাসের নায়িকার জন্ম স্থান সৌদি আরবের বুকে। প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম জায়গাটি দেখার। লাইলী মজনুর বিখ্যাত প্রেমকাহিনীর সূচনা লগ্নের স্মৃতি বিজরিত জায়গাটি আমাকে টানছিলো যেন। বছরে দু'টো ছুটিই পাই আমরা সৌদি আরব প্রবাসীরা। হজ্জ ও ঈদ উপলক্ষ্যে পাওয়া এবারের ছুটির শেষ দিনটিতে লায়লা আফলাজ ভ্রমনের মধ্য দিয়ে কাটালাম।

আংকেল সিরাজ কে ধন্যবাদ। তার একান্ত ইচ্ছের কারণেই ট্রিপটা সম্ভব হয়েছিলো। সঙ্গী অনন্যা সিরাজ তার দুই পুত্র রওনক আর রাহিল। কাজিন টিটু এসেছিলো ওনাইজা থেকে লাইলীর টানে সেও সাথী হয়েছিলো আমাদের। গাইড আব্দুস সালাম কিরণ। আরও ছিলেন এরশাদ আংকেল, রত্না আন্টি, নাহিয়ান এবং ইসরাত। সকালেই দুটো গাড়ির কারা কত আগে তৈরী হতে পারে এরকম একটি প্রতিযোগীতার মধ্যে আমরা একত্রিত হই। ফলে নির্দিষ্ট সময়েই অর্থাৎ আটটায় গাড়ি ছাড়া হয়। পথে গান বাজনা আর হাসি আনন্দের মাঝে আমাদের যাত্রা প্রসারিত হতে থাকে। চমৎকার সকাল চারপাশে শান্ত মিষ্টি রোদ। ধু ধু মরুভূমির বুকচিরে কালো পিচের রাস্তা শুধুই এগিয়ে চলা। একটানা দেড়শত কিলোমিটার চলার পর আমরা একটা ব্রেক নিলাম। ছোট্ট একটি শহরে। খানিকক্ষণ ওখানে থেকে রওয়ানা হলাম আবার লাইলীর জন্মভূমি পানে।

চলছিতো চলছিই শান্ত রোদ এবার তার স্বরূপে উদ্ভাসিত। তার সাথে সখ্যতা বজায় রেখে মরুর তপ্ততাও সমান। হঠাৎ করেই চোখে পড়লো ক্ষীণ সবুজের আভাস। এগিয়ে যেতেই চোখের সামনে সাইনবোর্ড আরবীতে লায়লা আফলাজে স্বাগতম। বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয় ধুমপান মুক্ত শহর বলা হয়েছে লায়লা আফলাজকে। ধুমপায়ী হবার সুবাদে একটু অস্বস্তিতেই পড়লাম। শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে জুমা মসজিদ। আজ শুক্রবার জুমার নামাযের বাকী আছে আধ ঘন্টা। গাড়ী দুটো রেখে আমরা নামাযে গেলাম। নামায সেরে খাবার পালা। কিরণ আংকেল যথারীতি তার অসাধারন কর্মটি সম্পাদন করছেন। ভাল বাঙালি খাবার কোথায় পাওয়া যায় তিনি সন্ধান নিয়েছেন। সমস্যা হলো এখানে বসে খাওয়া যাবে না। কারণ মহিলাদের বসার ব্যসস্থা নেই কোন হোটেলেই। অগত্যা খাবার বেঁধেছেদে নিয়ে আমরা চলে এলাম একটি পার্কে। চারদিকে সবুজের সমারোহে একটি মাত্র গাছের ছায়ায় বসে চড়ুইভাতি টাইপের খাবার খেলাম। ততক্ষনে বিকেল তিনটা। আমাদের আসল উদ্দেশ্যই পূরণ হয়নি এখনো। তবে এটা যে লাইলীর শহর তার প্রমাণ শহর নিজেই। শহরের নামকরণ লায়লা আফলাজ। বেশ কটি গুরুত্বপুর্ণ স্থাপনার নাম ও তার নাম অনুসারে করা হয়েছে। লায়লা সেকেন্ডারী স্কুল, লায়লা কল কেবিন, লায়লা পার্ক প্রভৃতি। শহরের স্থানীয় এবং বিদেশী বাসিন্দারাও লায়লা সম্পর্কে অবগত।

প্রাথমিক ভাবে বাঙালি এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে লোকেশন জেনে নিয়ে শহর ছাড়লাম। প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার অব্দি কোন হদিস খুঁজে পেলাম না তাঁর কথার। তবে পুরোনো স্থাপত্য শৈলী দৃষ্টি গোচর হচ্ছিল পথের দু'ধারেই। সৌদি ঐতিহ্যের প্রতীক মাটির ঘর কোনটার ধ্বাংবশেষ অথবা ছাদহীন দেহ খানাও চোখে পড়ল। অধিবাসীরা পুরোনো মাটির ঘরের ঐতিহ্য ঠিক রেখেই বসতি স্থাপন করছে চারপাশে। মাজরা স্থানীয় ভাষায় অর্থাৎ ক্ষেত খামার ও চোখে পড়ল বিস্তীর্ণ মরুর বুক জুড়ে। কিন্তু যা চোখেই পড়ছিলো না সেটা হলো কুয়া- যেখানে লাইলী গোসল করতো। অবশেষে একটা শাখা পথ ধরে আমরা হাইওয়ে থেকে নামলাম। পথের পিচঢালা অংশটুকুর যেখানে শেষ সেখানে একটা আস্ত মাটির ঘরের গ্রাম। একপাশে আধুনিক স্থাপনাও চোখে পড়ল। স্থানীয় এক বাসিন্দার সাথে আলাপ করে জানা গেল এটা একটা পতিত গাঁ। হতে পারে লাইলীর বাসভূমিও তবে তিনি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারলেন না। কিন্তু এটা নিশ্চিত জানালেন লায়লা আফলাজ লাইলীর জন্মভূমি বটে। কুয়োর কথা জানতে চাইলে তিনি আমাদের জানালেন কিচ্ছুই আর অবশিষ্ট নেই সেখানে। তারপরও আমরা যাবই দেখে তিনি আমাদের পথের হদিস দিলেন।

ভুলটা পথের হতে পারে অথবা আমাদের অজ্ঞতারও হতে পারে, সেই এক ভুলেই একশ কিলোমিটার চক্কর মেরে এলাম। কিন্তু কূয়োর স্থান পেলাম না। তবে এটা দেখা হলো ট্রিপিক্যাল গ্রামের অবস্থা কিরূপ এখানে। পথে দু'এক জায়গায় বালির বহতা দেখে মনে হলো এই তো সেই বালি মজনু যেখানে হুমরি খেয়ে পড়তো। বেশ একটা ইতিহাস আর বাস্তবতার মাঝে সেতুবন্ধনের আশে মগ্ন হয়ে ঘুরছিলাম। অবশেষে সঠিক জায়গাটা সনাক্ত করা গেল। আমরা এতক্ষণ যাবৎ ওটার চারপাশেই ঘুরছিলাম। কিন্তু সমস্যা হলো বালির বাতুলতা এতটাই যে গাড়ী নিয়ে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হবে না। কি আর করা মহিলাদের বাচ্চাদের সাথে রেখে আমরা মজনুর মতো হেলে দুলে বালির পথ পাড়ি দিতে লাগলাম। আসলে বালির মাঝে ব্যালেন্স করে পা ফেলা যাচ্ছিল না। তাই হেলে দুলে চলা, লাইলীর প্রেমে নয়। তবুও মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল কিসের এক মন্ত্রে কে জানে। আংকেল সিরাজ তো দৌড়েই লাইলীর খোঁজে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন নিমিষেই। কিরণ আংকেল আর এরশাদ আংকেল সহ আমি বালির সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছি আস্তে আস্তে। বেশ খানিকটা হাঁটার পরই কাঁটাতারের লম্বা একটা বেষ্টনী চোখে পড়লো। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ। একটু কাছাকাছি হতেই গভীর এক গিরিখাতের দেখা পেলাম। প্রাকৃতিক কারণেই এর সৃষ্টি হয়েছে বলে আমাদের ধারণা হলো। তার অপর পার্শ্বে কটেজ টাইপের গোটা ছয় নির্মিতব্য অবকাঠামো দৃষ্টিগোচর হলো। মনে হলো সৌদি আরবের কারো টনক নড়েছে, তাই এখানে একটা টুরিস্ট স্পট বানানোর কাজ করছে। এদিকে আংকেল সিরাজ ততক্ষণে বিখ্যাত সেই কূয়া দর্শন করে ফিরে আসছে। তার দেখানো পথে এগিয়ে গিয়ে গভীর ক'টি গর্ত দেখলাম। তলদেশ চোখে পড়ল না অনেক চেষ্টা করেও। পানি নেই গভীর সেই গর্তে বালির ধারা প্রমাণ করছে বহুকাল এমনিই ভাবে গর্তের খোলা মুখ দিয়ে পড়ছে সে অনায়েসে। লোমকূপে শিহরণ লাগলো ভাবতেই এই কূপেই প্রেমের ইতিহাসের মহা নায়িকা লাইলী গোসল করতো কোন এক সময়। ইতিহাস আর বর্তমানের মধ্যে ফারাক এতটাই অসম যে আগে না জানা থাকলে বিশ্বাস করতেই কষ্ট হতো। বালির সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ফিরে এলাম আবার গাড়ীর কাছে। মহিলারা স্বভাবতই নাখোস, সেই সাড়ে তিনশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এসে গাড়ীতেই বসে থাকা মেনে নেয়া কষ্টকর বটেই।

লায়লা আফলাজ ক্রস করলাম বিকেল ৫টা নাগাদ। জানা গেল আরও সামনে একটি জায়গায় সেই গুহা টি আজও বিদ্যমান যেখানে লাইলী আর মজনুর দেখা হতো। এদিকে বেলা প্রায় শেষ হয়ে আসছে। সময়ের অভাবে আমাদের আর সেই গুহাটি দর্শন করা হলো না। তবে আকাংখা রইলো পরে কোনদিন সুযোগ পেলে আসবো আবার লাইলী-মজনুর গুহা দর্শনে।

দেখা তো হলো, আসলে কি দেখলাম ভাবতে বসলে হতাশই হতে হয়। তবে কল্পনার চোখে দেখলে অনুভূতিটা টনটনে হয়ে উঠে। লাইলী মজনুর কাহিনী আমাদের এশিয়ান অঞ্চলের মানুষের কাছে যতটা সম্মানের এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে হয়ত ততটা নয় আইন গত কারণেই। সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ একটা ব্যপার এখানে প্রেম ভালবাসা। তাই জায়গাটিকে অবহেলার চোখেই দেখা হয়। আমার কেন জানি মনে হলো, আমাদের দেশে এরকম একটি জায়গা থাকলে সেটি হতো পৃথীবির তাবৎ লাইলী মজনুদের তীর্থস্থান। কাহিনীটার শেষাংশ পারস্যের বুকে শেষ হওয়াতে এবং লাইলীর বিয়ে পারস্যে হওয়াতে বোধকরি কাহিনীর প্রসূতি ওখানেই হয়েছিলো। আরও কথা আছে তখন সৌদি অপেক্ষা শিক্ষা দীক্ষায় ও সভ্যতায় পারস্য এগিয়ে ছিলো বিধায় সেখানে এর চর্চা হতে পারে। যেটা জন্মভুমি হওয়া স্বত্বেও এখানে হয়নি। মিলটা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর বটে তবে অসাধ্য নয়। অপেক্ষায় রইলাম যদি কোন দিন সুযোগ আসে তবে এ কাহিনীর একটা যোগসূত্র কোথাও আবিস্কার করতে পারি কিনা। আমি বিশ্বাস করি যা রটে তার অন্তত কিছু না কিছু তো বটেই। সে দিনের অপেক্ষায় আজ এ পর্যন্তই থামছি।

ছোট্টমণি ইসরাত লাইলীর স্মৃতি বিজরিত সেই কূয়ার পারে।